

## কালিমাতুল্লাহ্

### বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

#### রুকু ৭

(১)এরপর হযরত ইসা আ. গালিলে চলাফেরা করছিলেন। তিনি ইহুদিয়ায় যেতে চাইলেন না, কারণ ইহুদিরা তাঁকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজছিলো। (২)এই সময় ইহুদিদের ইদুল-খিয়াম বা (ইদুল খেমেশশীম) কাছে এসে পড়েছিলো। (৩)তাই তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে বললেন, “ইহুদিয়াতে যাও, যেনো তুমি যেসব কাজ করছো তা তোমার উম্মতরাও দেখতে পায়।

(৪)যদি কেউ চায় মানুষ তার সম্বন্ধে জানুক, তাহলে সে গোপনে কাজ করে না। যদি তুমি এসব করো, তাহলে দুনিয়ার সামনে নিজেকে দেখাও।”

(৫)কারণ তাঁর ভাইয়েরাও তাঁর ওপর ইমান আনেননি। (৬)হযরত ইসা আ. তাঁদের বললেন, “আমার সময় এখনো আসেনি কিন্তু তোমাদের সময় তো সব সময়ই। (৭)দুনিয়া তোমাদের ঘৃণা করতে পারে না কিন্তু আমাকে ঘৃণা করে, কারণ আমি তার খারাপ কাজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেই। (৮)তোমরাই ইদে যাও, আমি এই ইদে যাচ্ছি না, কারণ আমার সময় এখনো পূর্ণ হয়নি।” (৯)একথা বলে তিনি গালিলেই থেকে গেলেন। (১০)কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা ইদে চলে যাবার পর তিনিও গেলেন; প্রকাশ্যে নয় কিন্তু গোপনে গেলেন। (১১)ইদের সময় ইহুদিরা তাঁর খোঁজ করছিলো এবং বলছিলো, “তিনি কোথায়?”

(১২)জনতার মধ্যে তাঁর সম্পর্কে অনেক মতবিরোধ ছিলো। কেউ কেউ বলছিলো যে, “তিনি একজন ভালো মানুষ,” অন্যরা বলছিলো, “না, তিনি জনতাকে ঠকাচ্ছেন।” (১৩)তবুও ইহুদিদের ভয়ে কেউই খোলাখুলিভাবে কথা বলার সাহস করছিলো না। (১৪)ইদের মাঝামাঝি সময়ে তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসে গেলেন এবং শিক্ষা দিতে লাগলেন। (১৫)এতে ইহুদিরা খুবই অবাক হয়ে বললো, “এই লোক এসব কীভাবে শিখলো, তাকে তো কখনো কেউ শেখায়নি?

(১৬)তখন হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, “আমি যে-শিক্ষা দেই তা আমার নয়, বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁরই। (১৭)যে কেউ আল্লাহর ইচ্ছা পালন করতে চায় সে জানবে যে, এই শিক্ষা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে নাকি আমি নিজ থেকে বলছি।

(১৮)যারা নিজের থেকে কথা বলে, তারা নিজের প্রশংসা চায়; কিন্তু সেই ব্যক্তিই সত্য, যিনি তার প্রেরণকারীর প্রশংসা চান এবং তার মধ্যে কোনো মিথ্যা নেই।

(১৯)হযরত মুসা আ. কি তোমাদের শরিয়ত দেননি? কিন্তু তোমরা শরিয়ত পালন করো না। কেনো তোমরা আমাকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজছে?”

(২০)জনতা উত্তর দিলো, “তোমার মধ্যে একটি ভূত আছে! কে তোমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছে?”

(২১)হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, “আমি একটি কাজ করেছি আর তোমরা সবাই আশ্চর্য হচ্ছে। (২২)হযরত মুসা আ. তোমাদের খতনা দিয়েছেন- অবশ্য তা হযরত মুসা আ.-র কাছ থেকে নয় কিন্তু পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম আ.-র কাছ থেকে- এবং তোমরা সাব্বাতে লোকের খতনা করে থাকো। (২৩)হযরত মুসা আ.-র শরিয়ত যাতে ভঙ্গ না হয়, এজন্য মানুষ যদি সাব্বাতে খতনা করায়, তাহলে আমি একজনের সমস্ত শরীর সুস্থ করেছি বলেই কি তোমরা আমার ওপর রাগ করেছো? (২৪)মুখ দেখে বিচার করো না, বরং ন্যায়বিচার করো।”

(২৫)জেরুসালেমের কিছু লোক বলছিলো, “এই লোককেই কি তারা হত্যা করতে চেষ্টা করছে না? (২৬)তিনি এখানে খোলাখুলিভাবে কথা বলছেন কিন্তু তারা তাঁকে কিছু বলছে না! তাহলে ক্ষমতাশালীরা কি আসলেই জানেন যে, ইনিই মসিহ? (২৭)আমরা জানি তিনি কোথা থেকে এসেছেন; কিন্তু যখন মসিহ আসবেন, তখন কেউ জানবে না তিনি কোথা থেকে এলেন।”

(২৮)তখন হযরত ইসা আ. বায়তুল-মোকাদ্দসে শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং চিৎকার করে বললেন, “তোমরা আমাকে চেনো এবং আমি কোথা থেকে এসেছি তাও জানো। আমি নিজের ইচ্ছায় আসিনি। কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি সত্য এবং তোমরা তাঁকে জানো না। (২৯)আমি তাঁকে জানি, কারণ আমি তাঁর কাছ থেকে এসেছি এবং তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।” (৩০)তখন তারা তাঁকে ধরতে চাইলো কিন্তু কেউ তাঁর গায়ে হাত দিলো না, কারণ তখনো তাঁর সময় আসেনি। (৩১)তবুও জনতার মধ্যে অনেকেই তাঁর ওপর ইমান আনলো এবং বলতে লাগলো, “ইনি চিহ্ন হিসেবে যতো মোজেজা দেখিয়েছেন, মসিহ এলে কি তার থেকে বেশি করবেন?” (৩২)জনতা তাঁর বিষয়ে যা যা বলছিলো, ফরিসিরা তা শুনলেন। প্রধান ইমামেরা ও ফরিসিরা তাঁকে ধরে আনার জন্য বায়তুল-মোকাদ্দসের পুলিশ পাঠালেন।

(৩৩)তখন হযরত ইসা আ. বললেন, “আমি আর অল্প কিছুদিন তোমাদের সাথে থাকবো। অতঃপর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে চলে যাবো। (৩৪)তোমরা আমার খোঁজ করবে কিন্তু পাবে না; এবং আমি যেখানে, তোমরা সেখানে আসতে পারো না।” (৩৫)ইহুদিরা একে অন্যকে বললো, “এই লোক কোথায় যাবে যে, আমরা তাকে খুঁজে পাবো না? সে কি গ্রিকদের কাছে চলে যেতে চাচ্ছে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেবে? (৩৬)‘তোমরা আমার খোঁজ করবে কিন্তু পাবে না;’ এবং ‘আমি যেখানে, তোমরা সেখানে আসতে পারো না’ বলে সে কী বোঝাতে চায়?”

(৩৭)ইদের শেষ দিন হচ্ছে প্রধান দিন। হযরত ইসা আ. সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, “যে কেউ পিপাসিত, আমার কাছে এসো। (৩৮)এবং যে আমার ওপর ইমান এনেছে সে পান করুক। পূর্বের কিতাবে যেমন লেখা আছে, ‘ইমানদারদের অন্তর থেকে জীবন-পানির নদী বইবে।’ ”

(৩৯)আল্লাহর রুহ সম্পর্কে তিনি একথা বলেছিলেন, যারা তাঁর ওপরে ইমান আনবে, তারা তাঁকে গ্রহণ করবে; হযরত ইসা আ. তখনো মহিমা পাননি বলে আল্লাহ-রুহও আসেননি। (৪০)একথা শুনে ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ কেউ বললো, “নিশ্চয়ই ইনি সেই নবি।” (৪১)অন্যরা বললো, “ইনিই মসিহ।” (৪২)আবার কেউ কেউ বললো, “নিশ্চয়ই মসিহ গালিল থেকে আসবেন না, তাই না? পূর্বের কিতাব কি একথা বলেনি যে, মসিহ হবেন হযরত দাউদের বংশধর এবং হযরত দাউদ আ. বৈতলেহেমের যে-শহরে থাকতেন, সেখান থেকে আসবেন?” (৪৩)তাই তাঁকে নিয়ে জনতার মধ্যে বিভেদ দেখা দিলো। (৪৪)তাদের কয়েকজন তাঁকে বন্দি করতে চাইলো কিন্তু কেউই তাঁর গায়ে হাত দিলো না।

(৪৫)তখন বায়তুল-মোকাদ্দসের পুলিশরা প্রধান ইমামদের ও ফরিসিদের কাছে ফিরে গেলো। তারা তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “কেনো তোমরা তাকে ধরে আনোনি?” (৪৬)পুলিশরা উত্তর দিলো, “এর আগে কেউ কখনো এরকম কথা বলেনি!” (৪৭)তখন ফরিসিরা বললেন, “নিশ্চয়ই তোমরা তার ধোঁকায় পড়ে যাওনি, পড়েছো কি? (৪৮)নেতাদের বা ফরিসিদের মধ্যে কেউ কি তার ওপর ইমান এনেছেন? (৪৯)কিন্তু এই জনতা, যারা শরিয়ত জানে না, লানতপ্রাপ্ত।”

(৫০)যে-নিকদিম আগে একবার হযরত ইসা আ.র কাছে গিয়েছিলেন, তিনিও তাদের মধ্যে ছিলেন। (৫১)তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “আমাদের শরিয়ত প্রথমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কারো বিচার করে না, করে কি?”

(৫২)তারা উত্তর দিলেন, “নিশ্চয়ই তুমিও গালিলের লোক নও? খোঁজ করে দেখো, গালিল থেকে কোনো নবি আসার কথা নয়।”